সমকাল

তারিখ ... 5. AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

রাবির সেই শিক্ষিকার অভিযোগ অস্বীকার ১১ শিক্ষকের

■ রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির করা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে বিভাগের শিক্ষিকার দেয়া 'যৌন হয়রানির' অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন বিভাগের ১১ শিক্ষক। গতকাল শুক্রবার বিভাগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। এ সময় ওই শিক্ষিকা ও বিভাগীয় সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগও আনা হয়।

১১ শিক্ষকের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিভাগের অধ্যাপক এসএম এক্রাম উল্যাহ বলেন, 'অধ্যাপক রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে রুখসানা পারভীনের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বিভিন্ন শিক্ষককে পুলিশের ভয় দেখান এবং তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে যৌন হয়রানির অভিযোগের হুমকি দেন।' রুখসানা পারভীন বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের নামে 'আপত্তিকর ও মানহানিকর' কথা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন উল্লেখ করে সেসব কথার রেকর্ডিংও সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করেন।

এ সময় বিভাগীয় সভাপতির করা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করে তারা বলেন, 'বিভাগের সভাপতি হিসেবে তিনি সব শিক্ষকের অভিভাবক। তার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা অনাস্থা প্রকাশ করলে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তিনি রুখসানাকে হাত করেন এবং যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন।'

সংবাদ সম্মেলন থেকে ১১ শিক্ষক সভাপতি অধ্যাপক নাসিমা জামানকে দ্রুত সভাপতির পদ থেকে অপসারণ ও রুখসানা পারভীনের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করে শাস্তির দাবি জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এম আমিনুর রহমান, অধ্যাপক এসএম রাজী, অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রমুখ।

রুখসানা পারভীন বলেন, 'তারা যেসব অভিযোগ এনেছেন তার যদি প্রমাণ থাকে দিক। তদন্ত কমিটি গঠন হলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছি। যদি প্রশাসন থেকে কিছু না করা হয় তাহলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চলমান বিষয়ে দুই পক্ষেরই অভিযোগ পেয়েছি। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও উপাচার্যের সঙ্গে কথা হয়নি। কথা হলে প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।' তিনি সব শিক্ষকের প্রতি বিষয়টি নিয়ে আর কাদা ছোড়াছুড়ি না করার অনুরোধ জানান।